গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়ঃ মহান বিজয় দিবস-২০১৮ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে গৃহিত কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত আলোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এম.পি. মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
তারিখ	:	১০/১২/২০১৮ খ্রিঃ
সময়	:	বেলা ১২.০০ ঘটিকা
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং ৫১০-৫১২, ভবন নং-৬), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে উল্লেখ আছে।

০২। সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। মাননীয় মন্ত্রী জাতির পিতা ও সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বলেন যে, বিজয় দিবস একটি বিরল ঘটনা। তিনি স্বাধীনতাযুদ্ধে গণমানুষের অবদানও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ করেন। সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। ধ্বংসস্তুপের মধ্যে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ ও জাতি গঠনের লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধু কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে তাঁর পরিবার পরিজনসহ নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেদিন এ বিয়োগান্তক ঘটনা না ঘটলে বাংলাদেশ অনেক আগেই উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হত। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশকে সমৃদ্ধির পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড মহান বিজয় দিবসে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য মাননীয় মন্ত্রী সকলকে অনুরোধ জানান। এ পর্যায়ে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় আলোচনায় অংশ নিয়ে, অতীব কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সভায় উপস্থিতির জন্য মাননীয় মন্ত্রীর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ডাকে বাঙ্গালী জাতি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত মহান বিজয় দিবস ২০১৮ এর জাতীয় কর্মসূচির আলোকে এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গৃহিত কর্মসূচির অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সকলের মতামত ও মাননীয় মন্ত্রীর দিক-নির্দেশনার আলোকে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে সূর্যাদয়ের সাথে সাথে সঠিক পরিমাপ ও বর্ণের মানসম্মত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে।

(খ) এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উঁচু ভবনসমূহে বৃহদাকারের জাতীয় পতাকা টানাতে হবে।

(গ) এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জা করতে হবে।

(ঘ) বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ও মেরিন ফিশারিজ একাডেমি জাতীয় কর্মসূচির আলোকে স্ব স্ব কর্মসূচি পালন করবেন।

অঃ পৃঃ দ্রঃ

(ঙ) এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করবে এবং মন্ত্রণালয়ের অর্জিত সাফল্য গণমানুষের নিকট তুলে ধরার ব্যবস্থা করবে। দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ তাঁদের অধীনস্থ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূকে দিবসটি পালনের নির্দেশনাটি অবহিত করা সহ তদারকি করবে।

(চ) এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর এবং বাংলাদেশ ভেটেরিনারী কাউন্সিলের সমন্বয়ে মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করতে হবে। আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় ''সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুক্তিযুদ্ধ।''

(ছ) '১২ ডিসেম্বর' জাতীয় আইসিটি দিবস পালনের বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের করণীয় সম্পর্কে যুগ্মসচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ সরকারি সিদ্ধান্ত ও সভায় প্রাপ্ত নির্দেশনামতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(জ) এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন চিড়িয়াখানাসমূহে ১৮ বছর বয়সী শিশু, শিক্ষার্থী, এতিম ও প্রতিবন্ধীদের বিনা টিকিটে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঝ) এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল সফল করার জন্য গঠিত উপ-কমিটি নিম্নোক্তরূপে পুনঃগঠন করা হলো। কমিটি প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যক্তিকে এ উপ-কমিটিতে সংযুক্ত করতে পারবে।

ক্রঃ নং	নাম/পদবী ও অফিসের নাম	উপ-কমিটি-তে পদ নাম
১.	জনাব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-৪), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।	আহবায়ক
২.	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, উপসচিব (প্রশাসন-১ অধিশাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ সালেহ্ আহমদ, উপ-পরিচালক(মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।	সদস্য
৪.	জনাব মোঃ রমজান আলী, উপ-পরিচালক (প্রশাসন), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।	সদস্য
৫.	জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ্, উপ-পরিচালক (প্রশাসন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।	সদস্য
৬.	ডাঃ মোঃ মাহবুবুল আলম ফারুক, সহকারী পরিচালক (লিঃ রিঃ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।	সদস্য
৭.	জনাব নূর মোহাম্মদ, সচিব, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কাওরান বাজার, ঢাকা।	সদস্য

ঞ. এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার মৎস্য অধিদপ্তরে অনুষ্ঠেয় আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।

ট. এ মন্ত্রনালয়ের মহান বিজয় দিবস ২০১৮ সম্পর্কে গৃহিত কর্মসূচি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

০৩। সভায় আর কোন আলোচ্য সূচি না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১০/১২/২০১৮
(নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এম.পি.)
মাননীয় মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।